IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ইউনিফর্ম

AUTHOR – 1) MD NAZMUL ISLAM

2) BABAR ALI

আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রতিটি সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত যতগুলি কার্যপ্রণালী রীতিনীতি ও প্রথা দেখা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউনিফর্ম।

মধ্যযুগেও ইউনিফর্মের প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া গেছে । প্রথম স্বীকৃত ইউনিফর্মগুলি লিভারি থেকে এসেছে। লিভারিগুলি ছিল ভৃত্যদের দ্বারা পরিধান করা ইউনিফর্ম যা তারা যে অভিজাত পরিবেশন করত তা নির্দেশ করে। এগুলি তাদের বাড়ির বা রাজপরিবারের সেবার জন্য বিশেষভাবে সূচিকর্ম করা ব্যাজ হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল।এটি ইউনিফর্মড/অ্যাটিয়ার্ড/ক্লোথেড/ট্রিকড /সজ্জিত - এর সমার্থক শব্দের সাম্প্রতিক উদাহরণ।

ইউনিফর্ম কেবল পোশাকই নয়; এগুলি ঐক্য, পেশাদারিত্ব এবং পরিচয়ের প্রতীক।

এগুলি আমরা কে, আমরা কোথায় আছি এবং আমরা কী করি তার গল্প বলে।

এই পোশাকটি ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক, কারণ সর্বজনীনভাবে গৃহীত হলে এটি শ্রেণী এবং দেশের সমস্ত পার্থক্যকে ঢেকে দেয়। পোশাক পরা সর্বদা সম্মানের।

*** ইউনিফর্ম পরার সাথে সম্পর্কিত প্রধান মনস্তাত্ত্বিক সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে বর্ধিত আত্মসম্মান,ইউনিফর্ম গুরুত্ব এবং স্বত্বের অনুভূতি প্রদান করে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। স্বত্বের অনুভূতি, ইউনিফর্ম পরা একটি ভাগ করা পরিচয়কে উৎসাহিত করে, দলের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে শক্তিশালী করে।*

শিক্ষার্থীদের পোশাকের মানসম্মতকরণের মাধ্যমে, ইউনিফর্ম ফ্যাশন প্রবণতা এবং বাহ্যিক বিচারের প্রভাব হ্রাস করে । এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে শিক্ষার্থীদের তাদের চরিত্র, কৃতিত্ব এবং অবদানের জন্য মূল্যবান মনে করা হয়, সহপাঠীদের মধ্যে শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক গড়ে তোলে।ইউনিফর্ম একটি দল বা দলের সদস্যদের মধ্যে পরিচয় এবং সংহতির অনুভূতি তৈরি করে । তারা বিভিন্ন দলের সদস্যদের আলাদা করতে সাহায্য করে, চিকিৎসা পেশাদার থেকে শুরু করে ক্রীড়া দল এবং গির্জার দল, এবং তারা অনেক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত

(যেমন গল্ফারদের জন্য প্লেড প্যান্ট এবং জিমন্যাস্টদের জন্য লিওটার্ড)। স্কুল ইউনিফর্ম কেবল পোশাকই ন্য়,এর চেয়েও বেশি কিছু। এটি অন্তর্ভুক্তি, শৃঙ্খলা, সমতা এবং গর্বের প্রতীক। যেহেতু স্কুলগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাত্মতা, ঐক্য এবং সমতার অনুভূতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে, তাই তাদের উদ্দেশ্যের সাথে ইউনিফর্ম থাকা জরুরি।স্কুল ইউনিফর্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান সুযোগ তৈরি করে, যা সমবয়সীদের চাপ কমায় এবং বুলিং প্রতিরোধে সাহায্য করে। একটি স্কুল ইউনিফর্ম চেহারা বা অর্থনৈতিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে বুলিং প্রতিরোধ করতে পারে এবং সামাজিকভাবে গৃহীত হওয়ার ইতিবাচক অনুভূতিকে উৎসাহিত করতে পারে।

**স্কুল ইউনিফর্ম হল একটি স্ট্যান্ডার্ড পোশাকের সেট যা শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়ার সময় পরে। এতে একটি নির্দিষ্ট রঙের ট্রাউজার বা স্কার্ট, একটি ম্যাচিং শার্ট এবং কখনও কখনও একটি জ্যাকেট বা নেকটাই থাকতে পারে, সাথে ম্যাচিং জুতাও থাকতে পারে,কিছু দেশে যেমন জার্মানিতে, শিক্ষার্থীরা যখন খুশি যা খুশি পরতে পারে। ইংল্যান্ড এবং ভারতের মতো অন্যান্য দেশে, সাধারণত স্কুলে একটি আদর্শ ড্রেস কোড থাকে, সাধারণত মেয়েদের জন্য এক সেট ড্রেসিং এবং ছেলেদের জন্য এক সেট। ছেলে এবং মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সময় স্কুল ইউনিফর্ম পরতে হয়। অনেক দেশে বিভিন্ন স্কুলে মূলত,শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য লুকানোর জন্য স্কুল ইউনিফর্ম চালু করা হয়েছিল, তবে ইউনিফর্ম নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সাহায্য করতে পারে। স্ট্যান্ডার্ড ইউনিফর্ম ব্যবহার করলে স্কুলে অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য ফ্যাশন হিসেবে অতিরিক্ত পোশাক কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাশ্রয় করা যায়। ইউনিফর্ম শৃঙ্খলা এবং স্কুলের মনোভাব উন্নত করে বলেও মনে করা হয়।তবে, স্কুল ইউনিফর্ম স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সাহায্য করতে পারে, কারণ এটি এমন পোশাক ব্যবহার করে যা পরীক্ষিতভাবে স্বাস্থ্য উপযোগী। কিছু কাপড় কিছু মানুষের ত্বকে ফুসকুড়ি সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে একটি ইউনিফর্ম আরামদায়ক কাপড় দিয়ে তৈরি হতে পারে। এছাড়াও, ঢিলেঢালা পোশাক যন্ত্রপাতি বা খেলার মাঠের সরঞ্জামে আটকে যেতে পারে, যা শিশুদের নিরাপদে কোন কাজকর্ম করতে পারে তা সীমিত করে।স্কুল ইউনিফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক হয়রানি কমানো যেতে পারে। যখন অনেক শিক্ষার্থী কম অর্থের পরিবারের হয়, তখন কখনও কখনও বেশি অর্থের শিক্ষার্থীরা নতুন জুতা পরার কারণে আলাদা হয়ে ওঠে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেখানে কোনও জুতার অবস্থাই খারাপ ছিল না। যেসব স্কুলে বেশি ধনী শিক্ষার্থী, সেখানে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পুরানো ধাঁচের বা ছেঁড়া পোশাক পরার কারণে অপমান করা হয়। ইউনিফর্মই পারে এই সমস্ত ভেদাভেদ দূর করে সমাজকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে।

সর্বোপরি বলা যায় যেমন পাল ছাড়া নৌকা চালানো অসম্ভব তেমন ইউনিফর্ম ছাড়া স্কুল প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব।